**মেসার্স চেমিনোভা ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং একজন**

**বনাম**

**পঞ্জাব রাজ্য।**

**( 2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 750)**

**4 আগস্ট, 2021**

**[ নভিন সিনহা এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, জে. জে।]**

কীটনাশক আইন, 1968: এস. 33-ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের অভিযোগ-আপিলকারী-উৎপাদনকারী সংস্থা এবং আপিলকারী-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসএস-এর অধীনে। 3 ( কে) (I), 17,18 এবং 33-হাইকোর্ট অভিযোগটি বাতিল করার আবেদনটি খারিজ করে দেয়-তাত্ক্ষণিক আবেদনে, আপিলকারীদের আবেদন ছিল যে তারা কোম্পানির দ্বারা উত্পাদিত কীটনাশকের গুণমান বজায় রাখার জন্য কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে ম্যানেজারকে মনোনীত করেছে এবং কোম্পানির বৈঠকের রেজোলিউশন সহ উত্তরদাতাদের কাছে এই বিষয়ে আন্ডারটেকিং ডি দায়ের করেছে-অনুষ্ঠিতঃ উত্তরদাতাদের কাছে অঙ্গীকার দাখিল করা বিতর্কিত নয়-কোম্পানিগুলির দ্বারা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত আইনের নির্দিষ্ট বিধানে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র কোম্পানির পাশাপাশি সংস্থার দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে অপরাধে দোষী বলে মনে করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা যাবে না যে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনা এবং মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সামগ্রিকভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন-যেহেতু কোম্পানির অন্যান্য মনোনীত/দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত রয়েছেন, তাই আপিলকারীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার কোনও ভিত্তি নেই-ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য-তবে, এই পর্যায়ে আপিলকারী-কোম্পানির বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973: s.202-আপিলকারীর আবেদন যে অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধের বিচার গ্রহণের আগে, ম্যাজিস্ট্রেট জি এস-এর অধীনে বিবেচিত পদ্ধতিটি অনুসরণ করেননি। 24 ( 4 ) কীটনাশক আইন এবং এস। 202 Cr.PC এবং যদিও আপিলকারীরা ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের মধ্যে বসবাস করেন না, যথাযথ তদন্ত না করে এবং তদন্তের আদেশ না দিয়ে অপরাধের বিচার নেওয়া হয়েছিল-অনুষ্ঠিতঃ আইনসভা নিজেই সরকারি কর্মচারীদের একটি ভিন্ন আসনে বসিয়েছে, যেমন

পাঞ্জাব

বিধানের একটি পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট। 200 কোড-এ-র উদ্দেশ্য হল বিচার গ্রহণের আগে তদন্ত/তদন্ত করা, যেখানে অভিযুক্তরা এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে থাকে, তা নিশ্চিত করা যাতে নির্দোষদের হয়রানি করা না হয়। অপ্রয়োজনীয়ভাবে-এস-এর বিধানের ভিত্তিতে। 200 কোড, ম্যাজিস্ট্রেট, বিবেচনা করার সময়, এই ধরনের জনসাধারণের বিবৃতি রেকর্ড করতে হবে না সরকারি গবেষণাগারের প্রতিবেদন সহ বেশ কয়েকটি নথি সংযুক্ত করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তাই ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এই ধরনের অভিযোগের বিষয়ে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত ছিল যা ছিল নথি দ্বারা সমর্থিত-যে কোনও ক্ষেত্রে, কোনও যোগ্যতা নেই জমা দেওয়া যে কার্যধারা কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা হবে যে, ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত পরিচালনা না করে এবং তদন্তের আদেশ না দিয়ে বিচার গ্রহণ করেছেন এই পর্যায়ে আপিলকারীর প্রতি কোনও কুসংস্কার দেখানোর অভাবে, এস-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি নেই। 482 কোড-কীটনাশক আইন, 1968: এসএস। 24 ( 4 ) . 33 .

আংশিকভাবে আপিল মঞ্জুর করে আদালত বলেছেঃ 1.। আইনের 33 ধারা 'দ্বারা অপরাধ' নিয়ে কাজ ক কোম্পানিগুলো। এই আইনের 33 (1) ধারার পাঠে স্পষ্ট হয় যে, যখনই এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে একটি সংস্থা, প্রতিটি ব্যক্তি যিনি অপরাধের সময় ছিলেন কোম্পানীর পাশাপাশি সংস্থার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন বা দায়বদ্ধ ছিলেন, এই অপরাধের জন্য দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং তদনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। হাতে থাকা মামলায়, এটি বিতর্কিত নয় যে ।ম আপিল্যান্ট জি-কোম্পানির পক্ষে, 2য় আপিল্যান্ট-ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটি কীটনাশকের গুণমান বজায় রাখার জন্য উক্ত কোম্পানির দায়িত্বে ও দায়বদ্ধ থাকার জন্য 28.12.2012-এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে কোম্পানির ব্যবস্থাপক শ্রী মধুকার আর. গাইটকে মনোনীত করা হয়েছে বলে ইঙ্গিত করে অঙ্গীকার

উক্ত কোম্পানি দ্বারা নির্মিত এবং তিনি এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়া রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুমোদিত ছিলেন। উত্তরদাতার কাছে এই ধরনের অঙ্গীকার দাখিল করা বিতর্কিত নয়। কোম্পানিগুলির দ্বারা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত আইনের নির্দিষ্ট বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, যা দায়িত্ব নির্ধারণ করে কোম্পানি। [ অনুচ্ছেদ 9] [366-জি-এইচ; 367-এ-ই; 368-এ-বি] ডি 1.2 অধিকন্তু, উত্তরদাতা 1 ও 2-এর পক্ষে দাখিল করা পাল্টা হলফনামায় এবং রেকর্ডে রাখা অন্যান্য উপাদান থেকে, এই পর্যায়ে কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি, আবেদনকারীদের আবেদন গ্রহণ করে যে আইনের 24 (4) ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারার অধীনে বিবেচিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। ই-এর ক্ষেত্রে আইনের 24 (4) ধারার অধীনে পদ্ধতি, প্রথম আপিলকারী-কোম্পানি কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারে দ্বিতীয় নমুনা পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দেওয়ার পরে, অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্টও পাঠানো হয়েছিল।

এ30 দিন। একইভাবে, ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারার অধীনে বিবেচিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী একজন সরকারি কর্মচারী যিনি তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য অভিযোগ দায়ের করেছেন তা মাথায় রেখে একই বিষয় বিবেচনা করতে হবে। আইনসভা নিজেই সরকারি কর্মচারীকে একটি ভিন্ন আসনে বসিয়েছে, যা ফৌজদারি কার্যবিধির 200 ধারার বিধানের জি পর্যালোচনায় স্পষ্ট হবে। অভিযুক্তরা যে ক্ষেত্রে এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে থাকে, সেই ক্ষেত্রে বিচার গ্রহণের আগে তদন্ত/তদন্ত করার উদ্দেশ্য হল নির্দোষ ব্যক্তিদের যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হয়রানি করা না হয় তা নিশ্চিত করা। ফৌজদারি কার্যবিধির 200 ধারার বিধান এইচ-এর ভিত্তিতে, ম্যাজিস্ট্রেট,

ভি। রাজ্যে পাঞ্জাব

বিবেচনা করার সময়, এই জাতীয় সরকারী কর্মচারীর বিবৃতি রেকর্ড করার দরকার নেই, যিনি তার সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য অভিযোগ দায়ের করেছেন। উপরন্তু, ফৌজদারি আইনের 293 ধারার ভিত্তিতে সরকারী বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের পদ্ধতি, প্রতিবেদন, প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। ফৌজদারি কার্যবিধি নিজেই এই ধরনের সাক্ষীদের পরীক্ষা থেকে ছাড়ের ব্যবস্থা করে, যখন সরকারি পরীক্ষাগারগুলিতে, ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য এই ধরনের অভিযোগের প্রক্রিয়া জারি করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকে যা সি নথি দ্বারা সমর্থিত। কার্যধারাটি কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা উচিত নয় যে, ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি বিবেচনা না করেই গ্রহণ করেছেন। তদন্ত পরিচালনা এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া। এই পর্যায়ে আপিলকারীর প্রতি কোনও কুসংস্কার দেখানোর অভাবে, ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি নেই। ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার অধীনে। যেহেতু কোম্পানির অন্যান্য মনোনীত/দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই অভিযোগে অভিযুক্ত, তাই 2য় আপিলকারী-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার কোনও ভিত্তি নেই। [ অনুচ্ছেদ 10,11] [368-বি-এইচ; 369-এ-সি] ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম। কর্ণাটক রাজ্য ও আনার। ( 2018 ) 17 এস. সি. সি 275; শিব কুমার

জাতিয়া বনাম। দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (2019) 17 এস. সি. সি 193: [ 2019 ] 11 এস. সি. আর 210-উল্লেখ করা হয়েছে।

Re: 138 ধারার অধীনে মামলাগুলির দ্রুত বিচার

এনআই আইন, 1881 (সুও মোটু রিট পিটিশন (সিআরএল)) 2020 সালের 2 নং) (2021) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি 325-বিশিষ্ট।

মামলা আইনের রেফারেন্স

( 2018 ) 17 এসসিসি 275 অনুচ্ছেদ 6 (ক)

[ 2019 ] 11 এসসিআর 210 অনুচ্ছেদ 6 (ক)

ফৌজদারি আবেদনের বিচারঃ ফৌজদারি আপিল

2021 সালের No.750। 2016 সালের সিআরএম-এম No.12082-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের 12.05.2020 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

গুরু কৃষ্ণকুমার, সিদ্ধার্থ লুথরা, সিনিয়র অ্যাডভাস। , এস. হরিহরন, নিতিন

থাথাই, শ্রীমতি জয়ক্রিতি এস জাদেজা, শ্রীমতী স্নেহা রবি আইয়ার, আইনজীবীরা। আবেদনকারীদের জন্য।

শ্রীমতী জসপ্রিত গোগিয়া, শ্রীমতী মন্দাকিনী সিং, করণবীর গোগিয়া,

শ্রীমতী শিবাঙ্গী সিংহল, শ্রীমতী আশিমা মান্ডলা, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য। খ আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই ফৌজদারি আপিল আবেদনকারী/অভিযুক্ত নম্বর দ্বারা দায়ের করা হয়। চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের সামনে সিআরএম-এম-12082-2016 (ওঅ্যান্ডএম)-এ সি3 এবং 4,12.05.2020 তারিখের আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ। পূর্বোক্ত আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারীদের দায়ের করা অভিযোগ নং 313 তারিখের 19.08.2015 বাতিল করার আবেদন, যা 3 (কে) (আই), 17,18 এবং 33 ধারার অধীনে অপরাধের জন্য উত্তরদাতা নং 2-দ্য কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইন্সপেক্টর, ভিখিওয়াইন্ড, জেলা তরণ তারান, পাঞ্জাব দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, যার অধীনে শাস্তিযোগ্য কীটনাশক আইন, 1968-এর 29 ধারা (সংক্ষেপে, "আইন") খারিজ করা হয়। গোডাউনের দায়িত্বে থাকা অন্যান্য অভিযুক্তদের জন্য হাইকোর্ট আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং কার্যধারা বাতিল করে দেয়।

3. প্রথম আপিলকারী হল একটি সংস্থা, যার কার্যালয় মুম্বাইতে রয়েছে, যা কীটনাশক উৎপাদনে নিযুক্ত। দ্বিতীয় আপিলকারী তিনি কোম্পানির প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। 31.12.2013 তারিখে, মান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক, ভিখিওয়াইন্ড, জেলা তরণ তারান, পাঞ্জাব মেসার্সের প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন। ধিল্লন ক্ষেতি স্টোরের একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রী নিশান সিং-এর উপস্থিতিতে। উক্ত নিশান সিং ফার্স্ট আপিল্যান্ট-কোম্পানির কীটনাশক বিক্রি করার জন্য অনুমোদিত ব্যবসায়ী ছিলেন। পরিদর্শনের সময়, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা 25টি করে প্যাকেট সম্বলিত ছয়টি বাক্স খুঁজে পান। পিরোক্সফপ প্রোপ্যানিল (ক্লোডিনাফপ প্রোপার্জিল 15 শতাংশ ডাব্লুপি), প্রতিটি 160 গ্রাম ওজনের প্যাকেট, প্রাঙ্গনে মজুত করা। উপরোক্ত মজুত থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং একটি নমুনা অমৃতসরের কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারের সিনিয়র অ্যানালিস্টের কাছে পাঠানো হয়। যখন 15.01.2014 তারিখের প্রতিবেদনটি পাওয়া যায়, তখন পাইরক্সফপ প্রোপানিলের সক্রিয় উপাদানটি ছিল 15 শতাংশ লেবেলযুক্ত ঘোষণার বিপরীতে শুধুমাত্র 11.72% পর্যন্ত পাওয়া গেছে। রিপোর্টের একটি অনুলিপি অমৃতসরের ডিলারের কাছে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ সহ পাঠানো হয়েছিল। দ্বারা চালানের অনুলিপি উপস্থাপনের উপর ব্যবসায়ী, ইঙ্গিত করে যে তিনি ।ম আপিলকারী-কোম্পানির কাছ থেকে কীটনাশক কিনেছেন, এইচ ।ম আপিলকারী কোম্পানিকেও কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল, যার উৎপাদন ইউনিট

ভারুচ, গুজরাট এবং কোম্পানির অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের প্রতি। প্রতিবেদনটি পাওয়ার পর, সংস্থার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় আপিলকারী ফরিদাবাদের সেন্ট্রাল ইনসেকটিসাইড টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে আরেকটি নমুনা পাঠানোর অনুরোধ জানান এবং প্রয়োজনীয় চার্জ জমা দেওয়ার পরে, আরেকটি নমুনা সেন্ট্রাল ইনসেকটিসাইড টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে নমুনাটি ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত ছিল কারণ বি-তে সক্রিয় উপাদানের মাত্র 15 শতাংশের পরিবর্তে সক্রিয় উপাদানের% ছিল, যা প্যাকেটে লেবেল করা ছিল। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পর, আইনের 29 ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য 3 (কে) (আই), 17,18 এবং 33 ধারার অধীনে আপীলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।

4। আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিভিন্ন কারণে উক্ত অভিযোগটি বাতিল করার আবেদন করা হয়েছে। বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং গোডাউন ওয়াচম্যানের আবেদনের অনুমতি দিয়েছে।

5. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র কাউন্সেল শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট কাউন্সেল শ্রীমতী জসপ্রিত গোগিয়ার বক্তব্য শুনলাম।

6. ধারা 33 উল্লেখ করে আপিলকারীদের জন্য শিক্ষিত পরামর্শদাতা আইনের ধারাটি জমা দিয়েছে যে আপিলকারীরা ইতিমধ্যে উত্তরদাতাদের কাছে 22.01.2013 তারিখের একটি অঙ্গীকার দায়ের করেছেন, যাতে 28.12.2012-এ অনুষ্ঠিত কোম্পানির বৈঠকের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কোম্পানি দ্বারা উত্পাদিত কীটনাশকের গুণমান বজায় রাখার জন্য কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মনোনীত করা হয়েছে। লার্নড কাউন্সেল বলেছেন যে অস্পষ্ট এবং টাকাপয়সা অভিযোগ করে, আপিলকারীরা, যারা কোম্পানি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন, তাদেরও বিচার করার চেষ্টা করা হয়।

6 (এ)। এটি জমা দেওয়া হয় যে, অভিযোগটিতে আপিলকারীদের ভূমিকা নির্দেশ করে একটি স্পষ্ট এবং স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলে, অভিযুক্ত অপরাধের জন্য প্রথম আপিলকারী-কোম্পানি এবং দ্বিতীয় আপিলকারী-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উপর কোনও পরোক্ষ দায়বদ্ধতা থাকতে পারে না। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, জ্ঞানী প্রবীণ কৌঁসুলি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও আনারের ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়ের উপর জি-কে নির্ভরশীল রেখেছেন। , এবং শিব কুমার জাতিয়া বনাম দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল 2-এর মামলায় এই আদালতের আরেকটি রায়।

1 2018 ( 17 ) এসসিসি 275

2 2019 ( 17 ) এস. সি. সি 193

6 ( খ) বিদ্বান কৌঁসুলি আরও যুক্তি দেখান যে এর আগ অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আইনের 24 (4) ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারার অধীনে বিবেচিত পদ্ধতিটি অনুসরণ করেননি। এটি জমা দেওয়া হয় যে, আপিলকারীরা যথাযথ তদন্ত না করে এবং তদন্তের আদেশ না দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের মধ্যে বসবাস করছেন না, অপরাধের বিচার নেওয়া হয়। উপরন্তু, এটি জমা দেওয়া হয় যে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে মামলা, আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। উচ্চ আদালত আবেদনকারীদের উত্থাপিত বিভিন্ন কারণ যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেনি এবং অভিযোগ বাতিল করার জন্য তাদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সি ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারার অধীনে পদ্ধতি অনুসরণ করেননি বলে তাঁর যুক্তির সমর্থনে, বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল এই আদালতের রায়ের উপর পুনরায় নির্ভর করেছেনঃ এনআই আইন, 1881-এর 138 ধারার অধীনে মামলাগুলির দ্রুত বিচার (সুও মোটু রিট পিটিশন (সিআরএল)) 2020 সালের 2 নং) 3.

7. অন্যদিকে, ডি উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী বলেছেন যে হাইকোর্ট আবেদনকারীদের উত্থাপিত সমস্ত ভিত্তি বিবেচনা করেছে এবং কার্যধারা বাতিল করার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে 2য় আপিলকারী, 1ম আপিলকারী-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে, যা প্রশ্নযুক্ত পণ্যটির প্রস্তুতকারক, 2য় উত্তরদাতা-মান নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক, ভিখিওয়াইন্ড, জেলা তরণ তারান, পাঞ্জাব দ্বারা যথাযথভাবে বিচার করা হয়েছিল। ই লার্নড কাউন্সেল বলেছেন যে আইনের 24 (4) ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারার অধীনে কোনও বিধান লঙ্ঘন করা হয়নি এবং হাইকোর্টের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি নেই। এটি জমা দেওয়া হয় যে আপিল নং 2 প্রাসঙ্গিক সময়ে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন, যেমন, তিনি কোম্পানির পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সামগ্রিকভাবে দায়বদ্ধ ব্যক্তি, যেমন, তিনি বিচারের জন্যও দায়বদ্ধ।

8. উভয় পক্ষের বিদ্বান পরামর্শদাতাদের কথা শোনার পর, আমরা বিতর্কিত আদেশ এবং নথিতে রাখা অন্যান্য উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

9. এই আইনের 33 নং ধারায় 'কোম্পানিগুলির দ্বারা অপরাধ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আইনের 33 (1) ধারার এ জি পাঠে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যখনই কোনও সংস্থা এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধ করেছে, সেই সময় যে কোনও ব্যক্তি এইচ 32021 এসসিসি অনলাইন এসসি দায়িত্বে ছিলেন বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংস্থার কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।

22.01.2013 তারিখে একটি অঙ্গীকার পেশ করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, কীটনাশকের গুণমান বজায় রাখার জন্য কোম্পানি কর্তৃক 28.12.2012-এ গৃহীত রেজোলিউশন বি-তে কোম্পানির দায়িত্বে এবং দায়বদ্ধ থাকার জন্য কোম্পানির ম্যানেজার শ্রী মধুকার আর. গাইটকে মনোনীত করা হয়েছে। উক্ত কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত এবং তিনি এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়া রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুমোদিত ছিলেন। উত্তরদাতার কাছে এই ধরনের অঙ্গীকার দাখিল করা বিতর্কিত নয়। এমনকি, এই আদালতে দাখিল করা পাল্টা হলফনামায় অনুচ্ছেদ 5.10-এ, উত্তরদাতাদের দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের নিয়োগ করে কোম্পানি, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি, 2য় আপিলকারী-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।ম আপিলকারী-কোম্পানির দ্বারা সংঘটিত অপরাধ থেকে তার দায় এড়াতে পারবেন না। ডি কোম্পানিগুলির দ্বারা অপরাধ সম্পর্কিত আইনের নির্দিষ্ট বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, যা কোম্পানির দায়িত্ব এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্ধারণ করে, টাকাপয়সা এবং অস্পষ্ট অভিযোগ করে, 2য় আপিলকারী-ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করা যাবে না যে তিনি ।ম আপিলকারী-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায়, কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনা এবং মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য সামগ্রিকভাবে দায়বদ্ধ ব্যক্তি। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, ই কোম্পানি একটি প্রস্তাব পাস করেছে, একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ম্যানেজারদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত মধুর আর. গাইটের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে এবং এটি দ্বিতীয় আপিলকারী দ্বারা 22.01.2013-এ একটি অঙ্গীকারের আকারে উত্তরদাতাদের কাছে সরবরাহ করা হয়েছিল। যখন পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য এই ধরনের উদ্যোগ দেওয়া নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই, তখন 2য় আপিলকারী-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে মামলা করার কোনও কারণ বা যৌক্তিকতা নেই, এই অস্পষ্ট এবং প্রশস্ত আবেদনে যে তিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। আইনের 33 ধারার পাঠে এটিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে শুধুমাত্র কোম্পানির দায়িত্বশীল ব্যক্তি, পাশাপাশি শুধুমাত্র কোম্পানিই এই অপরাধে দোষী বলে বিবেচিত হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও, জি ম্যানেজিং ডিরেক্টর কোম্পানির বিষয়গুলির সামগ্রিক দায়িত্বে রয়েছেন, এই ধরনের আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে কি না, তা নির্ভর করে প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি এবং আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের উপর। আইনের 33 ধারার অধীনে নির্দিষ্ট বিধান বিবেচনা করে, এবং

বর্তমান মামলায় দায়ের করা অঙ্গীকার, উত্তরদাত বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না

এখানে একজন 2য় আপিলকারী। এইভাবে, আমরা শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ লুথরার যুক্তিতে জোর খুঁজে পাই যে, 2য় আপিলকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দেওয়া প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই আইন। একই সময়ে, আমরা এই পর্যায়ে প্রথম আপিলকারী-কোম্পানির বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না।

10. উপরন্তু, দায়ের করা পাল্টা হলফনামায় বিবৃতি থেকে উত্তরদাতা। ও 2 এবং রেকর্ডে রাখা অন্যান্য উপাদানের পক্ষ থেকে, আমরা মনে করি যে আবেদনকারীদের আবেদন গ্রহণ করে এই পর্যায়ে কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোনও মামলা তৈরি করা হয় না যে পদ্ধতিটি আইনের 24 (4) ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারার অধীনে বিবেচিত, অনুসরণ করা হয় না। প্রক্রিয়া সম্পর্কে আইনের 24 (4) ধারার অধীনে, আমরা সন্তুষ্ট যে প্রথম আপিলকারী-কোম্পানি কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারে দ্বিতীয় নমুনা পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দেওয়ার পরে, অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং 30 দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার দ্বারা রিপোর্টও পাঠানো হয়েছিল। একইভাবে, ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারার অধীনে বিবেচিত ডি পদ্ধতির ক্ষেত্রেও একই বিষয় বিবেচনা করতে হবে, এই কথা মনে রেখে যে অভিযোগকারী একজন সরকারি কর্মচারী যিনি তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। আইনসভা নিজেই সরকারি কর্মচারীকে একটি ভিন্ন আসনে বসিয়েছে, যা ফৌজদারি কার্যবিধির 200 ধারার বিধানের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হবে। যে ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে থাকে, সেই ক্ষেত্রে বিচার গ্রহণের আগে ই-তদন্ত/তদন্ত করার উদ্দেশ্য হল নির্দোষ ব্যক্তিদের যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হয়রানি করা না হয় তা নিশ্চিত করা। ফৌজদারি কার্যবিধির 200 ধারার বিধান অনুসারে, ম্যাজিস্ট্রেটকে, বিবেচনা করার সময়, এই জাতীয় সরকারি কর্মচারীর বিবৃতি রেকর্ড করতে হবে না, যিনি তার সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য অভিযোগ দায়ের করেছেন। উপরন্তু, ফৌজদারি কার্যবিধির 293 ধারার ভিত্তিতে, সরকারি বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। ফৌজদারি কার্যবিধি নিজেই এই ধরনের পরীক্ষা থেকে ছাড়ের ব্যবস্থা ক সাক্ষী, যখন কোনও সরকারি কর্মচারীর দ্বারা অভিযোগ দায়ের করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, 2য় উত্তরদাতা/সরকারি কর্মচারী কীটনাশক আইন, 1968-এর জি ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযোগ দায়ের করেছেন, সরকারি পরীক্ষাগারগুলির প্রতিবেদন সহ বেশ কয়েকটি নথি সংযুক্ত করে, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এই ধরনের অভিযোগের প্রক্রিয়া জারি করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত যা নথি দ্বারা সমর্থিত। যাই হোক না কেন, আমরা বিজ্ঞ কৌঁসুলির জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না যে কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করতে হবে যে, ম্যাজিস্ট্রেট

পাঞ্জাব [ আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 482।

11. কোম্পানির অন্যান্য মনোনীত/দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মতো ইতিমধ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত, আমরা মনে করি যে 2য় আপিলকারীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার কোনও বি ভিত্তি নেই-ব্যবস্থাপনা পরিচালক অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করুন। এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন সিনিয়র কাউন্সেল শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা, যা নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, 1881-এর অধীনে বিধানগুলির প্রসঙ্গেঃ এনআই আইন, 1881-এর 138 ধারার অধীনে মামলাগুলির দ্রুত বিচার (স্বতঃপ্রণোদিত) মোটু রিট পিটিশন (সিআরএল) 2020 সালের 2 নং) 3, বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই পর্যায়ে আপিলকারীদের জন্য খুব বেশি সহায়ক নয়।

. 12. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য এই ফৌজদারি আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত, যতদূর পর্যন্ত আপিল নং 2-ম্যানেজিং ডিরেক্টর সম্পর্কিত এবং চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট দ্বারা সিআরএম-এম-12082-2016 (ওঅ্যান্ডএম)-এ পাস করা হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, পাঞ্জাবের ভিখিওয়াইন্ড জেলা তার্ন তারানের দ্বিতীয় উত্তরদাতা-কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইন্সপেক্টর কর্তৃক দায়ের করা 313 নম্বর অভিযোগ, পণ্ডিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস, পাট্টি-র কাছে বিচারাধীন রয়েছে, যা আপিলকারী ই নং 2 অর্থাৎ মিঃ প্রমোদ এন কার্লেকার/অভিযুক্ত নং 4-এর নামে বাতিল করা হয়েছে। উপরন্তু, এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এই আদেশে নথিভুক্ত পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানগুলি কেবল বাতিল আবেদন থেকে উদ্ভূত এই আপিলের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং নথিভুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে ট্রায়াল কোর্ট তার নিজস্ব অনুসন্ধানগুলি নথিভুক্ত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে পারে। আইনের সঙ্গে।

দেবিকা গুজরাল

আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

**দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো
গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Sukanta Sen**